আমার বাংলোতে চলে আসবা, যুবলীগ নেত্রীর সঙ্গে ওসির অডিও ভাইরাল



ছবি: সংগৃহীত

‘সমস্যা-টমস্যা কিছু নাই তো তোমার। এখন দায়িত্ব তো ওসি সাহেবের, আর ওসি ঠিক সব ঠিক-বুঝো নাই? তুমি যেখান থেকে আসো, থানার দিকে ঢুকে এদিকে আমার বাংলোতে চলে আসবা।’ ফেনীর দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ফয়জুল আজীম নোমানের সঙ্গে পৌর যুব মহিলা লীগের সাবেক সভাপতি তাসকিরা তানিন সনির এমন কথোপকথনের দুটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) রাতে ছড়িয়ে পড়া অডিওতে ওই নারীকে নিজের বাংলোতে যাওয়ার পথ ও যাতায়াতের খরচ বুঝিয়ে দিতে শোনা যায় ওসিকে। এমনকি সেখানে পৌঁছালে গাড়িভাড়া পরিশোধের কথাও বলেন তিনি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ফোনালাপে টাকা লেনদেন, মামলা এবং তুহিন ও পারভেজ নামের দুই ব্যক্তিকে নিয়ে কথা হয়।

প্রথম কথোপকথনে ওসি ওই নারীকে দ্রুত তার বাসায় আসতে বলেন। যাতায়াতের পথ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘তুমি যেটা বেস্ট জানো ওইটা একটা রিজার্ভ করো।’ পরে বলেন, ‘তুমি এখানে আসলে আমি পেমেন্ট করে দিবো, অসুবিধা নাই।’ ওই নারী বারবার ফোন না দেওয়ার অনুরোধও জানান।

দ্বিতীয় ফোনালাপে তাসকিরা দাবি করেন, একটি মামলায় জামিনের জন্য তিনি থানায় দুই লাখ টাকা দিয়েছেন। এরপরও তুহিন নামের এক ব্যক্তি তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন। পারভেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাকে গ্রেপ্তারের চ্যালেঞ্জও জানান তিনি। ওসির কাছে বারবার অভিযোগ করেও প্রতিকার পাননি বলে দাবি করেন ওই নারী। তার পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা ও হয়রানির কথাও কথোপকথনে উঠে আসে।

একপর্যায়ে ওসি বলেন, ‘তুমি যদি মনে করো যে এখানে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ, টাকা-পয়সা—সবকিছুর বাইরে যদি চিন্তা করতে পারবা, তাহলে এরপর থেকে আমার সাথে যোগাযোগ রাখবা।’ জবাবে ওই নারী মামলা, টাকা হারানো এবং পরিবারের সদস্যদের হয়রানির বিষয় তুলে ধরেন।

এর আগে গত ১০ নভেম্বর রাত দেড়টার পর নিজ বাসা থেকে তাসকিরাকে গ্রেপ্তার করে দাগনভূঞা থানা পুলিশ। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়। জামিনে মুক্তির পর ওসির সঙ্গে তার কথোপকথনের অডিও ছড়িয়ে পড়ে। পরে এক ভিডিও বার্তায় তাসকিরা অভিযোগ করেন, গ্রেপ্তারের পর থানা হাজতে ওসি তার শ্লীলতাহানি করেছেন এবং তাকে আলিঙ্গন করার কথা বলেছেন। এসব ঘটনার বিচারও দাবি করেন তিনি।

ওসি মোহাম্মদ ফয়জুল আজীম নোমান কলরেকর্ডের কথোপকথন নিজের বলে স্বীকার করেছেন। তবে তার দাবি, ওই নারীকে গ্রেপ্তারে ভিন্ন কৌশল নেওয়ার অংশ হিসেবে এসব কথা বলা হয়েছে। পুলিশের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে ওই নারী ষড়যন্ত্র করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। টাকা লেনদেনসহ অন্য অভিযোগগুলো অস্বীকার করেন ওসি।

ফেনীর পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ বলেন, কলরেকর্ডগুলো তাদের নজরে এসেছে। যাচাইয়ের জন্য সেগুলো পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে গত আগস্টে মামলা নিতে অস্বীকার করার অভিযোগে ওসি ফয়জুল আজীম নোমানকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। পরে অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও তিনি স্বপদে বহাল থাকেন।